ইসলামের চরম শত্রু জামাত

চিরকাল সবাই জানে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, কলমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব আর জাকাত অথচ জামাত রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে ইসলামের ছয় নম্বর খাম্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নবিজী নিজেই বলে দিয়েছেন কি করলে বেহেশতে যাওয়া যাবে। হাফেজ আবদুল জলিলের সহি বুখারী বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা ৩৯, হাদিস নম্বর ১২-এর উদ্ধৃতিঃ- ‘‘বেহেশতে যাইবার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) চারিটি কর্তব্যের আদেশ করিলেন। কলমা, নামাজ, জাকাত, রোজা এবং গণিমতের এক পঞ্চমাংশ দেয়া। নবিজী এটাও বললেন - ‘‘এই আদেশকে তোমরা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে এবং দেশে গিয়া সকলকে ইহা জানাইয়া দিবে’’। এই হল সিরাতুল মুস্তাকিম, স্বয়ং নবীজীর বলে দেয়া বেহেশতে যাবার সহজ সরল পথ। এজন্যই নবীজী ইসলামী রাষ্টের কথা কোনদিনই ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। বিদায় হজ্বের বক্তৃতায় মুসলমানের কাছে তাঁর শেষ ভাষণে কিংবা তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে দেয়া তিনটে নির্দেশেও বলেন নি। এজন্যই খলিফাদের শত অনুরোধ ও চাপের পরেও আমাদের ইমামেরা রাজনীতি থেকে দুরে থেকেছিলেন। বাংলার শত শত শাহ জালাল শাহ মখদুমরাও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে জনগণের নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে লড়াই করে বিজয়ী হয়েও রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেননি। কারণ তাঁরা ঠিকই বুঝেছিলেন ধর্ম হল আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশ। এর সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিরোধ আছে বলেই ইসলামে রাজনীতি মেশানো স্পষ্ট নিষেধ আছে যে নিষেধ জামাত মানে না।

কোরাণ-হাদিসে কোথাও রাজনীতি বা ইসলামী রাষ্ট্রের কথা ঘুণাক্ষরেও নেই। কারণ রাজনীতিতে শঠতা হিংস্রতা থাকবেই, ক্ষমতার লড়াইয়ে ষড়যন্ত্র থাকবেই। মুখে যাই বলুক জামাত ক্ষমতার লড়াইয়ে নেমেছে বলেই চিরকাল ষড়যন্ত্র হিংস্রতা করেছে। অতিত-বর্তমানে জামাতের ইসলাম-বিরোধী হিংস্র অপকর্ম সবারই জানা। জাতিকে আজ বুঝতে হবে, কেন চিরকাল অসংখ্য মুফতি-মওলানা, ওলামায়ে-কেরাম, ইসলামি দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও ইউনিভার্সিটির প্রফেসরেরা জামাতকে ইসলামের চরম শত্রু বলেছেন, বিশ্ব-মুসলিমকে জামাত সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। জামাত কোরাণের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় অথচ সুরা হিজর - আয়াত ৯ মোতাবেক কোরাণ শুধু ‘‘উপদেশ গ্রন্থ’’, - কোন আইনের বই নয়। রসুলের দোহাই দিয়ে জামাত ক্ষমতায় যেতে চায় অথচ পয়গম্বর মানে কোন সাংসদ বা প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিষ্টার নয়। ‘‘পয়গম্বর’’ কথাটা এসেছেই ‘‘পয়গাম’’ অর্থাৎ ‘‘সংবাদ’’ থেকে, পয়গম্বর তিনিই যিনি আল্লার পয়গাম পৌঁছান। কোরাণে সুস্পষ্ট বলা আছে এই পয়গাম পৌঁছানোর বাইরে নবীদের দুনিয়াবী অনেক কাজ থাকতে পারে কিন্তু ইসলামি কোন দায়িত্ব নেই। সুরা আল আরাফ, আয়াত ৬১ ও ৬২, ’৬৭ ও ৬৮, ৭৯ ও ৯৩-এ বলা আছে - অন্যান্য নবী-রসুলের দায়িত্বও আল্লার সংবাদ পৌঁছানো ছাড়া আর কোন কিছুই ছিলনা। কোরাণ মোতাবেক স্বয়ং নবিজীর কাজও শুধুমাত্র সংবাদ পৌঁছানো- দেখুন সুরা কাহ্‌ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬, সুরা ইউনুস, আয়াত ১০৮, সুরা আল আহযাব, আয়াত ৪৫ ও ৪৮, আল্-মায়েদাহ, আয়াত ৯২, সুরা আল আনাম, আয়াত ১০৭, মায়েদাহ ৯৯ ইত্যাদি। সুরা আল আনা’ম আয়াত ৪৮-এ আল্লা বলছেন সুসংবাদ দেয়া ও ভীতিপ্রর্দশন ছাড়া আর কোন কাজেই আল্লাহ পয়গম্বর পাঠান না অথচ জামাত নির্লজ্জভাবে ওই রসুলের নামেই গদীতে বসতে চায়।

যে দলের নেতৃত্বে বসে আছে একাত্তরের কতগুলো হিংস্র কসাই সে দল ইসলামি হতেই পারেনা।

জাতির চোখের সামনে যে দল নির্লজ্জভাবে অগণিত মানুষ খুন আর নারী-ধর্ষণে নাপাক-সৈন্যদের সাহায্য করে ইসলামের কপালে চরম কলংক লেপন করেছে সে দল ইসলাম নামের কলংক। সাম্প্রতিক বোমাবাজদের অনেকেই প্রাক্তন বা বর্তমান জামাতি,- তাও সবার জানা। এইসব হিংস্রতায় সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয়েছে মুসলিম নামধারী এই জামাত আসলে ইসলামের চরম শত্রু। এ শত্রু দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধুমাত্র ষড়যন্ত্র, টাকা, হুংকার, গলাবাজী, চাপাবাজী, মিথ্যে কথা আর ইসলামের অপব্যখ্যার জোরে। আমরা বারবার জামাতের কাছে আলোচনার প্রস্তাব করলেও জামাত রাজী হয়নি কারণ সে ভালো করেই জানে আলোচনায় বসলেই মুখোশ খুলে জাতির সামনে তার লুকোন ইসলাম-বিরোধী কুটিল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়বে। সাধারণ মানুষ কোরাণ-হাদিস বেশী পড়েনা বলে জাতিকে সে ইসলামের নামে যা তা বলে ঠকিয়ে চলেছে। কোরাণের নামে সে দেশ শাসন করতে চায় কিন্তু ওই কোরাণেই সুরা আল গাসিয়াহ আয়াত ২১ ও ২২-এ আল্লাহ নবীজিকে সুস্পষ্ট বলছেন ''আপনি তাহাদের শাসক নহেন''। আল-আহ্‌ক্বাফ আয়াত ৯-এ নবিজী নিজে বলছেন ''আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই''। জামাত কি ধরণের মুসলমান যে তারা কোরাণের অপব্যখ্যা করে ওই নবীজীর নামেই ক্ষমতায় বসে শাসন করতে চায়? এ গুরত্বপুর্ণ বাণী কোরাণ সুস্পষ্ট ভাষায় এতবার বলে দেবার পরেও জামাত কি করে তা অমান্য করতে সাহস পায়?

পৃথিবীর প্রতিটি ক্রিমিন্যালের মতই জামাতও মিষ্টি কথা বলে। দানব বুশ-ব্লেয়ারও মিষ্টি কথা বলে বলে মধ্যপ্রাচ্যে লক্ষ মানুষ খুন করেছে। হাতে ক্ষমতা পেলে জামাত যে কি রকম রাক্ষস-মুর্তি ধরে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়, দেশে দেশে তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। জামাতের প্রথম ও প্রধান শিকারই হল আমাদের মা-বোন। যেখানেই জামাত ক্ষমতা পেয়েছে সেখানেই মা-বোনদের হাহাকার আর্তনাদে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। পাকিস্তান, ইরাণ নাইজিরিয়া মালয়েশিয়া তার সাক্ষী।

জামাতের ইসলাম নষ্ট করা আমাদের এক মারাত্মক সমস্যা। জামাতের পত্রিকা ও বক্তৃতা হিংস্রতা ও মিথ্যাচারে পরিপুর্ণ। জামাতের অনৈসলামিক হাত নররক্ত আর মা-বোনের সম্ভ্রমে কলংকিত। আল্লা-রসুল-কোরাণকে সে ব্যাখ্যা করে রাজনীতি দিয়ে, অত্যাচার-হিংস্রতা ছাড়া তার ইবাদত হয়না, মানুষ-খুন তার জীবনীশক্তি। একাত্তরের মানুষ এখনও জামাতের হিংস্রতার কথা মনে করে আতংকে শিউরে ওঠে। এ হিংস্রতা কোন হঠাৎ-ব্যাপার নয়, এটা গেঁথে আছে ওদের দর্শনেই। ইসলামের জন্য, মুসলিমের জন্য, মানবতার মঙ্গলের জন্য ইসলামের ছদ্মবেশী এ বিষাক্ত কালনাগকে উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দরকার। সাঈদি-নিজমীর মত ঘৃণ্য রাক্ষসদের কবল থেকে জাতিকে ও ইসলামকে মুক্ত করা অত্যন্ত দরকার। জামাতের বিরুদ্ধে দিক-দিগন্তরে ঘৃণার এমন আগুন জ্বালিয়ে দিন যাতে জামাতি নেতারা দেশ ছেড়ে আবার পালায় যেমন একাত্তরে পালিয়েছিল। এ দেশের জন্মই যারা চায়নি তদের কোনই নৈতিক অধিকার নেই এ দেশে থাকবার, এ দেশ শাসন করা তো দুরের কথা। এ দেশের জন্ম ঠেকাতে যারা অগণিত স্বজাতি খুন করেছে আর বিদেশী হানাদারদের নির্মম হাতে তুলে দিয়েছে স্বজাতিরই অসংখ্য মা-বোন, তারা মানুষ নামের অযোগ্য, তাদের নাপাক মুখে ইসলামের নাম শোভা পায় না। দেশপ্রেম যদি ইসলামের অঙ্গ হয় তবে জামাত ইসলামী দল হতে পারে না। অসৎ রাজনীতির সহায়তায় জামাতের স্পর্ধা আজ এত বেড়ে গেছে যে সে আমাদের সুফিদের দরগা-মাজারের পর্য্যন্ত অসম্মান শুরু করেছে। আমাদের সুফীদের অরাজনৈতিক শান্তির ইসলাম ফিরিয়ে এনে এ দানবকে শক্ত হাতে আমাদের মাতৃভুমি থেকে উচ্ছেদ করতেই হবে। জামাতের চরিত্র কেন ইসলাম-বিরোধী তার দলিলের জন্য হাক্কানি মিশন মীরপুর আস্তানা শরীফের সাথে যোগাযোগ করুন, ফোন XXX এবং দেখুন বাংলা ওয়েবসাইটঃ- **BanglarIslam.com**।